দর্শনায় এক সপ্তাহের মধ্যে দুইটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের দুঃসাহসিক চুরি

দর্শনা পৌরসভার চুরির রেশ কাটতে না কাটতে দর্শনা সরকারি কলেজে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। দুদফায় সঙ্গবদ্ধ চোরেরা ১৬ টি সিলিং ফ্যান ও ৬/৭ কোয়েল মোটা বিদ্যুতের তামার তার চুরি করে নিয়ে গেছে।

শনিবার ও গত রবিবার এই চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রবিবার দর্শনা সরকারি কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর মোঃ রেজাউল করিম বাদী হয়ে দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

সাধারণ ডায়েরি সূত্রে জানা গেছে,গত রোববার রাতে চোরেরা কলা ভবন থেকে নতুন ভবন পর্যন্ত প্রায় ৬/৭ কয়েল বিদ্যুতের বড় তার চুরি করে নিয়ে যায়। গত শনিবার রাতে আবারো দ্বিতীয় দফা সঙ্গবদ্ধ চোরেরা কলেজের নতুন ভবনের পিছন দিক থেকে প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশ করে। প্রথম তলার পিছন দিক থেকে সানসেট বেয়ে ২য় তলায় ভবনে প্রবেশ করে রুমের তালা ভাঙ্গে। এরপর একে একে তৃতীয় তলা চতুর্থ তলা ও পঞ্চম তলা রুমে তালা ভেঙ্গে রুমের ভিতরের ১৬ টি সিলিং ফ্যান চুরি করে নেয়। এছাড়া বেসিংয়ের ট্যাপ সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র নেয়। চুরি শেষে আবার ভবনের পিছন দিক থেকে নির্বিয়ের চলে যায়। রোববার চুরির হওয়ার ঘটনায় দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা সরকারি কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর মোঃ রেজাউল করিম বলেন , দর্শনা সরকারি কলেজে কলা ভবনের শেষে নতুন ৬ তালা ভবন তৈরি হয়েছে। এই ভবনের প্রথম তালার প্রথমে সামনে ও দুই সাইডে গ্রিল দিয়া আছে। কিন্তু দ্বিতীয় তলা থেকে পঞ্চম তলা পর্যন্ত সামনে এবং পিছনে দুই সাইডে কোথাও গ্রিল দেয়া নেই। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সংঘবদ্ধ ভাবে এগুলো চুরি করেছে। চুরি হওয়ার পর আমি কলেজের নাইটগার্ডের সাথে কথা বলি। তারা বলে বলেছে এখানকার স্থানীয় কিছু বকাটেরা।প্রতিনিয়তই রাতে দিনের কলেজের ভিতরে বিভিন্ন ভাবে প্রবেশ করে ভয়-ভীতি দেখায়। কলেজের ভিতরে মধ্যে দুই

দুই বার চুরির ঘটনা আমি উদ্বিগ্ন। দর্শনা থানা একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। আশা করি পুলিশ এই চোরদের ধরতে সক্ষম হবে। পৌরসভার বিভিন্ন মহল্লায় প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা ঘটলো এ পর্যন্ত চুরির যাওয়া মালামাল উদ্ধার বা কোন চোরকে গ্রেফতার করতে পারে নাই।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা বলেন, চুরির ঘটনা জানতে পেরে থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনার সাথে জড়িতদের ধরতে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আলমডাঙ্গার হারদী বাজার বণিক সমিতির নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন

অনিয়মের অভিযোগ তুলে আলমডাঙ্গার হারদী বাজার বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের দাবীতে পরাজিত প্রার্থী ফজলে রাব্বি সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গতকাল সোমবার বিকেলে হারদী বাজারে এ সংবাদ সম্মেলনে তিনি পূনরায় নির্বাচনের দাবী জানান।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনে ফজলে রাব্বি জানান,গত ২৬ আগস্ট হারদী বাজার বণিক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। যাদের বাজারে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নাই,তাদেরও নির্বাচনে ভোটার করা হয়েছে। আবার প্রতিষ্ঠান আছে কোন ট্রেডলাইসেন্স নেই তারাও নির্বাচনে ভোটার হয়েছে। একটি চক্র দুর্নীতির মাধ্যমে এসব ভোটার তৈরী করেছে। এছাড়াও বাজার পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে চাঁদা আদায়ের রশীদ দেওয়া হয়, সেই রশীদ দেখিয়ে ভোটার ভোট দেবার কথা থাকলেও রশীদ না দেখিয়ে ভূয়া ভোটাররা ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত করেছে। সংবাদ সম্মেলনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে মোট ভোটার ১৮৬ জন, এসব ভোটারদের মধ্যে ৭৪ জনের ট্রেডলাইসেন্স আছে।ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ভোটার হওয়া আইন সম্মত নয়। তবুও তাদের ভোটার দেখিয়ে একটি

পক্ষকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

নির্বাচনে আগে এসব বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দেওয়া হয়নি কেনো? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ফজলে রাব্বি বলেন,অভিযোগ দেওয়ার পর বলেছে বিষয়টি দেখা হবে, দেখছি, এভাবে নির্বাচনের তিন দিন আগে বলেছে ওরাও ভোটার ভোট দিবে। যেহেতু নির্বাচন কমিশন দ্বায়িত্বে ছিলেন নূর আলম মিঠু, সে সঠিকভাবে দ্বায়িত্ব পালন করেছে,আরও ছিলেন শেখ শাহানুর রহমান টিপু। তিনি ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত ছিলেন,তাকে বাদ দিয়ে মূল

মাস্টার মাইন্ড যে ভোট পাশ করেছে তার ভাই মতি বিশ্বাস ও রঞ্জু। একজন প্রার্থীর ভাই মতি বিশ্বাস সে মূল মাস্টার মাইন্ড হিসেবে কাজ করেছে।

তিনি সংবাদ সম্মেলেনর মাধ্যমে এই নির্বাচন বাতিল করে পূনরায় নির্বাচনের দাবী জানিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি কামনা করেন।

আলমডাঙ্গায় হত্যা মামলায় চেয়ারম্যান বিপুল জেল হাজতে

আলমডাঙ্গা উপজেলায় নির্বাচনী সহিংসতায় নৌকার সমর্থক নিহত মামলায় নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় আদালতে জামিন আবেদন করলে বিচারক জোহরা খাতুন তা নামঞ্জুর করে তাকে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। একই সাথে ওই মামলার অন্য ২২ জন আসামীর জামিন মঞ্জুর করেন আদালত। ওই মামলার বাকী আসামীরা জামিনে রয়েছেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ মার্চ আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র

করে গত ১১ মার্চ সহিসংতায় সংঘর্ষে জড়ান আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী (নৌকা) হায়াত আলী ও বিদ্রোহী প্রার্থী (চশমা) এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলের কর্মী-সমর্থকেরা। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১৭ জন আহত হন। ঘটনার পরদিন আলমডাঙ্গা থানায় দবির আলীর ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান বাদী হয়ে ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজকে হুকুমের আসামি করে ২৫ জনের নামে মামলা করেন।

গত ২৪ মার্চ সকালে নির্বাচনী সহিংসতায় আহত আওয়ামী লীগ কর্মী দবির আলী (৫৫) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এরপর আগের হত্যাচেষ্টার মামলাটি হত্যা মামলায় পরিণত হয়। প্রতিপক্ষের দায়ের করা মামলায় ২১ মার্চ আলমডাঙ্গার আমলি আদালতে এজাজ ইমতিয়াজসহ তার পক্ষের ১৭ জন উপস্থিত হয়ে জামিন প্রার্থনা করলে বিচারক তাদের জামিন মঞ্জুর করেন। তারপর থেকে শর্তসাপেক্ষে জামিনে ছিলেন নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল। আজ সোমবার আদালতে হাজিরা দিতে গেলে মামলার হুকুমের আসামী এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, ১৬ মার্চ আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হায়াত আলীকে হারিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজ ওরফে বিপুল। নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী ছিলেন নয়জন। তবে নির্বাচনী প্রচারণার প্রথম থেকেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হায়াত আলী (নৌকা) ও একই কমিটির নির্বাহী সদস্য এজাজ ইমতিয়াজ (চশমা)।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডেঙ্গু প্রতিরোধ

বিষয়ক আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ডেঙ্গু সহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা সভা ও র্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন।

ইনেস্ট্রাকটার জামাল হোসেনের উপস্থাপনায় আরও বক্তব্য রাখেন,আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সালমান আহমেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু,কাউন্সিলর মজিবুল হক।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহেল কাফি, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আশুরা খাতুন, বিআরডিবি কর্মকর্তা শায়লা শারমিন, সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা নাজমুল হোসেন, জিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম,সরকারি কলেজের প্রভাষক ডক্টর মাহবুবুর রহমান,সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান, আলমডাঙ্গা মাধ্যমে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ম্যানেজার শেফালী বেগম,প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দীপু,হাফেজ ওমর ফারুক, কাউন্সিলরুল জহুরুল ইসলাম স্বপন, ডাক্তার মনজুরুল হক বেলু প্রমুখ। এর আগে একটি র্যালী শহর প্রদক্ষিণ করে।

জীবননগর থানা পুলিশের আয়োজনে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর থানা পুলিশের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি)এম এস জাবীদ হাসান প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় থানা পুলিশের আয়োজনে শোক দিবসের আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের উদ্যোগে জাতীয় শোকের মাস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেল ৪টায় উপজেলা মঞ্চে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা- আলমডাঙ্গা ১ আসনের সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন এমপি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন বলেন, পরাজিত শক্তির বিপক্ষে ১৯৭১ সালে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। যুদ্ধে লাখো মা-বোনকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে, ঘর বাড়িতে আগুন জ্বালিয়েছে, যুব সমাজকে ধ্বংস করেছে এবং গুলি করে হত্যা করেছে। যুদ্ধের ৫২ বছর পার হয়ে ৫৩ বছর হতে চলেছে। আমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম তারা কিন্তু এখন ভুলে নাই। তারা এখনো প্রতিশোধ নেবার জন্য ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। ষড়যন্ত্র থেমে নেই। আগে যেমন দেশী বিদেশী আমেরিকা, পাকিস্তান, আলবদর, আলশাম ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো। তারা ভেবেছিলো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলে স্বাধীনতা বিচলিত হবে, কেউ স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলবে না। কেউ আওয়ামীলীগ সংগঠনের কথা শুনবে না। তারা কখনো ভাবেনি এক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এখন হাজারো বঙ্গবন্ধু হাজারো ঘরে ঘরে আছে।

তিনি আরো বলেন, যারা সত্যি বঙ্গবন্ধুর সৈনিক সকলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আমরা যেমন বঙ্গবন্ধুকে হারিয়েছি, তবে তারই কণ্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দেশকে যখন

বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে এটা দেখে পরাজিত শত্রুরা আবারো মাথাচাড়া দিচ্ছে। এই দেশ যারা চাইনি, এদেশে কিছু হোক তারা এখনো চাইনা।

আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুকের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান লালন, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, আলমডাঙ্গা উপজেলা আআওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি, সাবেক সহ-সভাপতি লিয়াকত আলি লিপু মোল্লা, আমিরুল ইসলাম মন্টু, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যার ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যার কাজি মারজাহান নিতু, কুমারী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু সাইদ পিন্টু, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান চঞ্চল, জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, বাড়াদি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক লাল্টু।

এছাড়াও উপজেলা ও পৌরসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় হতদরিদ্র ১০৩টি পরিবারের মাঝে ঢেউটিন ও নগদ অর্থ প্রদান

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১শত ৩ জন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ ও টিন বিতরণ করা হয়েছে। প্রত্যেককে ১ বান টিন ও নগদ ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়।

[redacted]

[redacted]

কার্পাসডাঙ্গায় জাতীয় কবির ৪৭ তম প্রয়ান দিবস পালন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গাতে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৭তম প্রয়ান দিবস পালিত হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রবিবার সকাল ৯ টা ৩০ মিনিটে কোরআন তেলওয়াত করেন কার্পাসডাঙ্গা হাদিকাতুল উলুম মাদ্রাসার সুপার মওলানা নুরুল আমিন, গীতা পাঠ করেন রঘুনাথ পাল, বাইবেল পাঠ করেন স্বাধীন মন্ডল এর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার আটচালা ঘর স্মৃতি বিজড়িত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মূর্যালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, নজরুল স্মৃতি সংসদের সভাপতি এম এ আব্দুল গফুর, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সদস্য নজীর আহমেদ, চুয়াডাঙ্গার সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, শ্রী রঘুনাথ পাল, জালাল উদ্দীন, আলো মন্ডল, নিশাত শারমিন সোনিয়া, কার্পাসডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম এ জলিল, ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, যুবলীগ নেতা শফিউদ্দিন, স্থানীয় মিশনপল্লীর বাবু সরকার, মোজাম্মেল হক, মি: লিটন মন্ডল, মি: সনত মন্ডল, মি: বিকাশ মন্ডল, ইয়ামিন সহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

সর্বশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় স্ত্রী ও মেয়ের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]